হিসাব মিলেছে উত্তরও পেয়েছি - ৭

নুবুল্লাহ্ মাসুম

ভুমিকা ঃ

নেটে বেশ কিছুদিন ধরে আমার পদচারণা নেই। কারণ ব্যাখ্যার তেমন প্রয়োজন নেই। তবে নেট পত্রিকাগুলোতে সময় পেলেই চোখ বুলিয়েছি। আমার অনুপস্থিতি নিয়ে বেশ রমরমা আলোচনা হয়েছে। মন্দ নয় বিষয়টি। একেকজন লেখক একেক ভাবে আমার না থাকার বিষয়টি আলোচনায় এনেছেন। আমাদের বিদ্যান এক লেখকতো নিজের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতিতে আমার বেশ ক'টা লেখা নেটে প্রকাশিত হওয়ায় বিব্রত বোধ করেছিলেন। আমাকে "নবকুমার" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। "পদ-প্রভু" বাবু আমাকে খুঁচিয়ে লেখায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। সকলকে ধন্যবাদ এজন্য যে, আমার অনুপস্থিতি আপনারা যেভাবেই হোক না কেন অনুভব করেছেন। আর যারা গালাগাল করে লেখেন তাদের নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই, কেননা আমার বিবেচনায় তারা এখনো সভ্য হতে পারেনি, যদিও তারা আমেরিকার মত উন্নত দেশে বসবাস করে। মানুষের বাড়ীতে মনুষ্য ছাড়াও অন্যান্য "প্রাণী" বসবাস করে। আমার মনে হয় আমেরিকাতে সেই শ্রেণীর "প্রাণী'র সংখ্যা দিন দিন অধিক হারে বংশ বৃদ্ধি করে চলেছে।

মূল প্রসংগঃ

দিগন্তের সিরিজ লেখার সপ্তম পর্বের উত্তরে আমার এ লেখা। শুরুতেই দিগন্ত বলেছেন "ইসলাম আমার কাছে গৃনার ধর্ম"। বেশ, আপনি কোনটাকে ঘৃণা করবেন কোনটাকে করবেন না সেটা আপনার নিজস্ব বিষয়। এখন যদি অন্য ধর্মের লোকজন আপনার ধর্মকে নিয়ে এমনটি বলে তখন আপনার কেমন লাগবে সাহেব? আপনি কাউকে পছন্দ না করলে সেটা মনে রাখাই ভাল। এ সত্য যে একজনের কাছে সব কিছু ভাল লাগতে পারে না। আবার একই লোকের সব কিছু খারাপ হবে সেটাও ঠিক নয়। আপনিও বিষয়টি জানেন এবং আপনার লেখায় সেটা ফুটে উঠেছে প্রতিটি পর্বে। তারপরও আপনি "এছলামী জোস" শব্দটা চিৎকার করে বারংবার বলছেন এবং ব্যবহার করছেন, কারনটা কি আপনি জানেন? জানেন না, কেননা আপনি এবং আপনার দোসরগণ "কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদীষ্ট হয়ে" এ কাজটি করছেন; যেমনটা করে থাকে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, তাদের নেতার আদেশে গদগদ হয়ে - বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তির আশায়। আপনারাও করছেন তেমনটি। কেউবা আমেরিকাতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের জন্য, কেউবা অন্য কোন লাভের আশায়। তারপরও আছে, এমন একটা বিষয়কে যদি বাড়িয়ে বলা যায় তবে আপনিও/আপনারাও হতে পারেন "আদম ব্যাপারী"। যেমনটা দেখেছি বৃটেনে, নিজ গোত্রের লোকদের মোটা অংকের বিনিময়ে সেখানে বসবাসের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে রাতারাতি বড়লোক(!) হবার প্রবনতা।

নেটে বাংলা লিখতে গিয়ে আপনি ভুল করেন, এ সহজ সরল স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ। তবে ভুলের যে কারণ বলেছেন সেটা মানতে একটু কষ্ট হচেছ। তিনবার সফটওয়্যার বদল করেছেন জেনে খুব কষ্ট হচেছ। কেননা একেক পদ্ধতিতে কী বোর্ড আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করে। ফলে কী বোর্ড মুখস্ত করাটা খুব কষ্টসাধ্য বিষয়। তবু আপনি বাংলা শুদ্ধ করে লেখার জন্য যে হারে সাধনা করে যাচেছন সেজন্য ধন্যবাদ। কী বোর্ডের কারণে যে ধরনের বানান ভুল হয় তা সহজেই বোধগম্য। আর শুদ্ধ বানান না জানার জন্য যে সকল ভুল হয় সেগুলোও সহজেই বোঝা যায়। আপনার লেখা বাংলা অনেকটা আঞ্চলিকতায় পূর্ণ। সে যাগগে, আপনি কোন ফন্ট ব্যবহার করেন জানিনে, "বিজয়" চেষ্ট করে দেখতে পারেন, এতে করে অন্তত যুক্তাক্ষর লিখতে আপনার কম ভুল হবে। আর আপনাকে পরামর্শ দিয়েই বা কি হবে। আপনিতো আর বাঙালী নন, বাংলাদেশী। আপনার বাংলা লেখায় যে ভুল সে গুলির চেয়ে খাটি বাঙালী পরিবারের সন্তানরা বেশী ভুল করে থাকে।

বরিশালের আঞ্চলিক একটা প্রবাদের কথা মনে এল এক্ষণে, "খাড়ই কয় গুচইনরে - তোর তলা ফুটা"। খাড়ই এবং গুচইন, দুই ধরনের পাত্র, দুটোই তৈরী করা হয় বাঁশের চাঁচ দিয়ে। ডিজাইন ভিন্ন। উভয়ের রয়েছে ফুটো, পানি সরে যাবার জন্য। একটার সেই পানি নিষ্কাশনের "ফুটো" ছোট, অন্যটার একটু বড়। প্রবাদটা ব্যবহৃত হয় অন্যের দোষ দেখানোর জন্য। দিগন্তের ক্ষেত্রে প্রবাদটা প্রতিশতে একশত ভাগ প্রযোজ্য। তার ধারনা বাঙালী মুসলমানরা বাংলা জানে না। হায়রে....বাংলা দরদী!

আপনার আলোচনার মূল বিষয় হচেছ পার্বত্য চট্টগ্রামে অপাহাড়ী পুসর্বাসন প্রক্রিয়া এবং এতে করে সৃষ্ট পাহাড়ী ও অপাহাড়ীদের দ্বন্দ্ব। এটা স্বীকার্য যে, যেকোন প্রকার অভিবাসন প্রক্রিয়াতে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সে সমস্যার যুক্তিসংগত সমাধান সকলের কাম্য। স্বীকার করি আমাদের দেশে সৃষ্ট সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি, তবে সে জন্য সাধারণ মানুষ দায়ী নয়। সরকারের গৃহীত নীতিই সে জন্য দায়ী। আর সেই বিষয়কে নিয়ে আপনি ক্রমাগত সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানদের যে ভাষায় গালাগাল করে যাচেছন তাতে করে সন্দেহের উদ্রেগ হয় আপনি সত্যি কোন সভ্য সমাজে বসবাস করেন কিনা। আমি আগের মত করেই বলছি পাহাড়ে ঘটে যাওয়া দুঃখজনক ঘটনাগুলোর সাফাই আমি গাইছি না,বরং সরকারী নীতির তীব্র বিরোধিতা করি আমি। সেই সাথে আপনি দিগন্ত যে ভাবে এবং হারে বাঙালী মুসলমানদের দোষারোপ করছেন তাও সমর্থনযোগ্য নয়। সর্বত্রই চলছে অসমতা, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার। জমি দখলের বিষয়ে আমি কুমিল্লা সেনানিবাসের পাশের গ্রামটির উদাহরণ টেনেছিলাম আগের লেখায়। আপনি এবং আপনার সমগোত্রীয় লেখকগণ বিষয়টি বেমালুম চেপে গেছেন, কেননা ওটা মেনে নিলে, অর্থাৎ আমার যুক্তি মেনে নিলে আপনাদের চিৎকারের আর জায়গা থাকে না।

আপনি জিয়া সরকারের বিষয়ে জানেন, তার সময়েই শুরু হয় ধর্মান্ধ রাজনৈতিক দলের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। তার স্ত্রী খালেদা তো নিজের আঁচলে বেঁধে নিয়ে মৌলবাদীদের ক্ষমতার মসনদে তুলে এনেছেন। অথচ দেখুন আপনারা জিয়ার দেয়া খাতনার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত জাতীয় পরিচয় "বাংলাদেশী" হতেই আপনার ভালবাসেন। কারন শেখ মুজিব আপনাদের বলেছিলেন "তোরা সবাই বাঙালী হইয়া যা"। সংগত কারনেই আপনারা সেটা মানতে পারেন নি। সেখানেই আপনারা জিয়ার দেয়া পরিচয়টা ভালবেসেছিলেন। এতে আপনাদের দোষ নেই। আমি আপনার জায়গায় হলে ওটাই করতাম হয়ত। প্রসঙ্গটা আনলাম এ কারণে যে, খানিক আগে আমি বলেছি একজনের সবকাজ যেমন ভাল লাগে না, তেমনি সকলের সব কাজ খারাপ না। তেমনি করে দিগন্ত, আপনার ভাষায় সব মুসলমান খারাপ এটা মেনে নেয়া যায় না।

শিক্ষা এমন একটা বিষয়, যেটা সর্বোচচ বিদ্যানিকেতনে গেলেই অর্জন করা যায় না। এক্ষেত্রে আমি আপনার সাথে একমত আমাদের দেশে ডিগ্রীধারীদের অধিকাংশই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা লাভে ব্যর্থ। আর সেকারনেই আমাদের দেশের হাল ভাল নয়। পক্ষান্তরে মাদ্রাসা নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়ারা সমকালীন চাহিদা পুরণে একেবারেই উপযুক্ত নয়। অথচ আমাদের সরকার ক্রমাগত সেই খাতে ব্যায় বাড়িয়ে চলেছেন। আরো খোলাভাবে বললে বলতে হয় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো বৃটিশদের কেরানী তৈরীর প্রতিষ্ঠানই রয়ে গেছে। রাজনীতির অবস্থাতো আরো ভয়ানক। সমাজের বড় বড় চাঁদাবাজ, টাউট - বাটপার আর সন্ত্রাসীরা আজ রাজনীতিতে এমন ভাবে জেঁকে বসেছে, সত্যিকার ভদ্র শিক্ষিত মানুষ সেখানে যেতে ভয় পায় এবং যতটা সম্ভব ও রাস্তা এড়িয়ে চলে। আর এ সুযোগে আপনার গুরুরা ঐ অপদার্থদের আর্থিক - মানসিক - নৈতিক সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় আসার সুযোগ করে দেয় তাদের স্বর্থ সিদ্বির জন্য। দেশপ্রেমিকগণ ক্ষমতায় এলে আপনার গুরুদের স্বার্থ সিদ্ধি হবে কি করে? বিষয়টি আপনি এবং আপনার দোসররা ভাল করেই জানেন, তারপরও আপনার চেচান, কারন সেখানে রয়েছে আপনাদের স্বার্থ।

গো-আজম, নিজামী গং আজ ক্ষমতার মসনদে। অবশ্যই এটা বাঙালী জাতির জন্য মহা লজ্জার বিষয়। আপনারাও এ বিষয়ে সোচচার। ওদের এপর্যন্ত আসতে দেয়ার রাস্তাটা কারা করে দিয়েছে জনাব? সেও আপনাদের গুর"রা। কারণ ওটা তাদের মহা পরিকল্পনার অংশ মাত্র। ওদের ক্ষমতায় বসিয়ে, বেশ কিছু অপকম্ম করিয়ে, আপনাদের মত হায়ার করা লেখকদের দিয়ে চেচামেচি করিয়ে, কাবুল বা বাগদাদের মত পরিস্থিতি তৈরী করে তারা সরাসরি হাত বসাবে। আপনারা কি সেটা বোঝন না? বোঝেন, ভাল করেই বোঝেন। তার পরও চেচান, লাভের আশায়।

সাবেক রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের ভাষণের উদ্বৃতি আপনি দিয়েছেন। আরে ভাই কে না জানে রহমান বিশ্বাস একাত্তরের রাজাকার। বাংলাদেশের ছোট্ট একটা শিশুও এটা জানে। তারপরও রাজাকার বাংলাদেশের সর্বোচচ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত

হল, কি ভাবে? কারা তাকে গদিতে বসালো? সেও আপনার গুর"রা। আপনিও জানেন সেটা। রাজাকার রহমান বিশ্বাস বললো সকলকে মৌলবাদী হতে হবে, আর সবাই মৌলবাদী হয়ে যাবে এটা কোন যুক্তির কথা হলো? বিশেষত আপনার মত শিক্ষিত মানুষের লেখায় এটা শোভা পায় না।

মসজিদে ছেলেবেলায় কোরআন শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে আপনি সমালোচনা করেছেন। এটা মনে নেয়া যায় না। আরবী ভাষার উচচারণ পদ্ধতি বাংলার চেয়ে আলাদা। সেটা শিখতে গেলে কষ্ট যেমন হবে তেমনি জানতে হবে সঠিক উচচারণ। শুধু আরবী কেন সব ভাষার জন্য একথা প্রযোজ্য। রাশান ভাষার কথাই ধরুন, উচচারণ আরবী থেকেও কঠিন, সেখানকার মুসলমানরাও কিন্তু সে ভাষাতেই কথা বলে। যেহেতু মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আরবী ভাষায়, প্রথিবীর সকল মুসলমানই কমবেশী আরবী শিখে থাকে। যেমনটি আপনাদের বৌদ্ধ ধর্মেও প্রযোজ্য। সুতরাং কেবল মুসলমানদের আরবী নিয়ে কটাক্ষ করার পেছনে আপনাদের সুক্ষ উদ্দেশ্য যে আছে তা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়।

আপনি সব পত্রিকা পড়ার সুযোগ পান এবং পাহাড়ী সব ঘটনার সংবাদ পান এত অবাক হবার কিছু নেই। কেননা আপনি এ কাজটি করছেন দায়িত্ব হিসেবে, আপনাকে হয়তবা কোন গোষ্ঠী এজন্য অর্থ জোগানও দিচেছ নিয়মিত। বাংলাদশের কেন খোদ বৃটেনের মানুষও সবকটি পত্রিকা কিনে পড়তে পারে না, পড়ে না, হয় অর্থাভাবে নয়তো সময়াভাবে। আপনার ভাষ্যই বলে দেয় আপনি কারো নিয়োজিত ব্যাক্তি। সব অপরাধীই তার কর্মের কোন না কোন চিহ্ন রেখে যায়। আপনিও তার ব্যতিক্রম নন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হচেছ না, এমনটি কি কেউ কখনো বলেছে? বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়টি সর্বজন বিদিত। কারা চালাচেছ এই নির্যাতন? সেকি সাধারণ বাংলার মানুষ? আপনাদের পেয়ারের জিয়া সরকারে কাদের ধরে নিয়ে সেখানে বসবাসের সুযোগ দিয়েছিল? সেকি সাধারণ বাঙালী মুসলমান? আপনিও জানেন তারা সে গোত্রের নয়। তারপরও আপনি গুটিকয়েক অপরাধীর কার্যকলাপের জন্য আপামর বাঙালী মুসলমানকে একতরফা দায়ী করে লিখে যাচেছন।

আপনার কথায় বাঙালীরা সাতশত বছর ধরে মুসলমানদের গোলামী করে আজ এপর্যায়ে এস পৌঁছেছে। আপনারা, বৌদ্ধরাও তো হিন্দু ধর্মত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়ে ছিলেন। নাকি সরাসরি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন? মোহাম্মদ ইসলাম ধর্ম প্রবর্দন করার পর দেশে দেশে মানুষ তার আহ্বানে সারা দিয়ে মুসলমান হয়েছিল, তারা আকাশ থেকে নেমে আসেনি। ভারতবর্ষ হিন্দু বৌদ্ধদের বাসস্থান ছিল বলে সেখানে তারাই মুসলমান হয়েছে। ইউরোপেতো হিন্দুরা মুসলমান হয়নি, সেখানে যারা ছিলেন তারাই মুসলমান হয়েছিল। সেক্ষেত্রে গোলামীর প্রশ্ন আসে কেন? আর যদি আনতেই হয়, তবে হিন্দরাও তো আপনাদের ক্ষেত্রে একই কথা বলতে পারে। কেননা হিন্দু ধর্ম আপনাদের বৌদ্ধ ধর্মের আগে এসেছিল।

আপনি সবগুলো ধর্মগ্রন্থ পড়েছেন শুনে ভাল লাগলো। কিন্ত সেগুলো পড়ে কোন শিক্ষা পেয়েছেন বলে মনে হয় না। সব ধর্মগ্রন্থেই ভাল ভাল কথা বলা আছে। সেগুলো অনুসরণ করা মানুষের দায়িত্ব। যদি তা না করা হয় সেজন্য ধর্মগ্রন্থ খারাপ হয়ে যাবে কি? আমাদের সংবিধানে বলা আছে "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"। বাস্তবে কি হচেছ? এখানে কি বলবেন আমাদের সংবিধান খারাপ? যেহেতু পৃথিবীতে একের পরে আরেক ধর্ম এসছে, সেক্ষেত্রে পূর্বেরটার ভাল দিকগুলো সেখানে যুক্ত হয়েছে। যদি ধরে নেই ঐ গ্রন্থগুলি আসমানী হয়, সেক্ষেত্রে প্রেরক তার সিসটেমের পরীক্ষা করেছেন মাত্র। আর যদি মানব লিখিত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রেও লেখক পূর্বসূরীর ভালদিকগুলো ধরে রেখেছেন। এখানে "চুরি করা" বলাটা কতখানি যুক্তিসংগত? আপনি বলছেন "যোদ্ধা মোহাম্মদ তো ভালো মানুষ কখনো ছিলেন না"। কি করে বলণেন যে মোহাম্মদ ভাল মানুষ ছিলেন না? ইতিহাসের কোন গ্রন্থের আলোকে তা বলছেন আপনি? আমার তো মনে হয় এটাও আপনার প্রভুদের শেখানো বুলি। আমি অন্তত এটা বিশ্বাস করি যে বা যাঁরা খ্যাতিলাভ করেন তিনি বা তাঁরা অবশ্যই আমাদের থেকে যোগ্য, নইলে এত মানুষ তাঁদের অনুসরণ করবে কেন? আমাদের পেছনেতো একজন মানুষও হাটে না। সে কাতারে বুদ্ধ, মোহাম্মদ, মনু, যীশু, মুসা বা মোসাস অনেকেই আছেন। আমাদের মুখে তাঁদের মন্দ মানুষ বলাটা কি সাজে?

সভ্যতার ঊষালগ্নে থেকেই ধর্মের পদচারণা শুরু হয়েছে। তারও আগে মানুষ কোন না কোন নিয়ম মেনে চলত। ইতিহাসে ট্রাইব বলে যে শব্দ আমরা পাই তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সে সময়েও তারা অলিখিত সংবিধান মেনে চলত। নেতা

মানত। সভ্যতার ক্রমবির্বতনে পৃথিবী আজ অনেক এগিয়ে। নিউটন, আইনস্টাইন ইন্টারনেট দেখে যাননি, তাই বলে তাদের মুর্খ বলবেন কি? ধর্মগ্রন্থগুলো এসেছিল মধ্যযুগে। ইসলামের আগেই এসেছিল আপনাদের বৌদ্ধ ধর্ম। গানিতিক হিসেবে আপনাদের গ্রন্থখানা সমকালীন সময়ের অনুপোযোগী হয়ে যাওয়ার কারনেই পরবর্তী ধর্মগ্রন্থের আবির্ভাব হয়েছিল, যদিও জানিনা সেটা কোন ধর্ম, হতে পারে খৃস্টান ধর্ম অথবা অন্য কোন ধর্ম। হতে পারে ধর্মগ্রন্'গুলো মনুষ্য প্রণীত বা ঈশ্বর প্রেরীত, সে বিষয়ে বিতর্কে যাব না, সেগুলো সমকালীন চাহিদা মেটাতে ব্যার্থ বলেই আরেকটার আবির্ভাব হয়েছিল। সে হিসেবে কোরআনতো সর্বশেষ। বুদ্ধি খাটিয়ে দেখুন সাহেব, আমি কি বলব।

আপনার এপর্বের শেষ অনুচেছদে ভারত প্রত্যাগত পাহাড়ীদের যে দুদর্শার কথা বলেছেন সেটা অবশ্যই সত্য। এখানে সহানুভূতি প্রকাশ করতে কোন একজন মানুষের বাধবে না। সেখানেই আপনি বলেছেন "আর্মির কোন এক জোসওয়ালা জন্তু....." । আর্মির চরিত্র ও কাজ সম্পর্কে আমি আমার মতামত আগের এক লেখায় প্রকাশ করেছি। সেই সেনা সদস্য যদি হিন্দু বা অন্য ধর্মেরও হয় তাকেও মানতে হবে হাই কমান্ডের আদেশ। এর সাথে আপনি আপনার প্রভুদের শেখানো বুলি অনুযায়ী আবারো মুসলমানকে টেনে এনেছেন, সেটা সমর্থনযোগ্য নয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাজটাকে আপামর সাধারণ বাঙালী মুসলমানকে টেনে আনা অশিক্ষিত মুর্খদের সাজে, আপনার মত বিদ্যানের সাজে না দিগন্ত।

আপনার নাম দিগন্ত। মনের জানালা খুলে জ্ঞানের দিগন্তের পানে তাকিয়ে দেখুন, ভাবতে শিখুন, একচোখা দৈত্যের মত বিবেচনা বাদ দিয়ে, প্রভুর শেখানো বুলি বাদ দিয়ে নিজেরমত করে ভাবতে শিখুন, তবেই আপনি হবেন প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত বাঙালী। সাময়িক কিছু পাবার আশায় একতরফা বাঙালী মুসলমানদের যা তা গালাগাল দেয়ার মধ্যে কোন রুচির পরিচয় প্রকাশ করা যায় না, কেবল প্রতিহিংসা প্রকাশ করা যায়।

আপনার মত মানুষ, বুদ্ধের অনুসারী, পৃথিবীর সকল প্রানীর অহরহ শান্তি কামনাকারী মানুষ, কি করে অন্যের স্বর্থ সিদ্ধির জন্য কাজ করে, ভাবতে কষ্ট লাগে বৈকি। বিতর্কের টেবিলে বিতর্কের খাতিরে অনেক কথা বলতে হয়, তাই বলে তার্কিকরা কি সভ্যতার লাগাম ছেড়ে অন্য পথ ধরেন? আপনি বিষয়টি বুঝেও কেন ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের মত করে একতরফা কথা বলবেন?

দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত
০৪ নভেম্বর, ২০০৩